RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি - ৯ মার্চ, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 4, Cooch Behar, Friday, 24 February - 9 March, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

মাথাভাঙার সভামঞ্চ থেকে কোচবিহারের দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবার বার্তা অভিষেকের

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারে দলের সংগঠন নিয়ে যে তিনি ভাবছেন তা স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। গত ১১ ফেব্রুয়ারি মাথাভাঙা কলেজ মাঠের দলীয় সভা থেকে তাই অভিষেক ব্যানার্জিকে বলতে শোনা গেল 'আমি আজ থেকেই কোচবিহার জেলার দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে নিলাম'। সেইসাথে তিনি সভামঞ্চ থেকে স্বীকার করেন যে তাদের কিছু ভুলত্রুটির কারণে ২০১৯ এবং ২০২১ এর ভোটে এখানকার মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সে কারণেই কোচবিহারে দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তিনি তুলে নিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিনের সভা থেকে বিএসএফ এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। গিতালদহে বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত প্রেমকুমার বর্মনের পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কপি হাতে নিয়ে অভিষেক ব্যানার্জি বলেন 'ওর শরীরে ১৮০ টা গুলি মিলেছিল। কাশ্মীরে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে গুলি ব্যবহার করা হয়, এক্ষেত্রে তেমনটাই ব্যবহার করা হয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞ তাকে এমনটাই জানান'। এরপর অভিষেক জনতাকে

উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সন্তানহারা বাবা-মায়ের সামনে আপনাদের কথা দিচ্ছি, যে প্রেমকুমারকে গুলি করেছে তাঁর মাথায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যদি হাত থাকে আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব'। নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে অভিষেককে নিহত প্রেমকুমারের মা সুখীবালার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দেখা যায়। এদিনের সভামঞ্চ থেকে তিনি একহাত নেন কোচবিহারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে। অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, '২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে ও আমার নাম ভাঙিয়ে প্রার্থী দেয়। পরে তা জানতে পেরে আমি ভুল স্বীকার করে নেই এবং ওকে দল থেকে তাড়িয়ে দেই'। তবে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রার্থী হওয়া নিয়ে তিনি বলেন মানুষ যাদের সার্টিফিকেট দেবে তিনিই দলের টিকিট পাবেন। এদিন দলের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'কাল থেকেই মানুষের বাড়ি যাওয়া শুরু করুন। দলের জন্য আমি মানুষের কাছে মাথা নত করতে রাজি আছি। কিন্তু দুই-চারজনের জন্য যদি দলের মাথা নত হয় তবে আমি ছেড়ে কথা বলব না'। এদিনের জনসভাকে তিনি নিছক রাজনৈতিক সভা হিসেবে চিহ্নিত না করে। অখন্ড বাংলা রক্ষার্থে ও বিজেপির বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে জনসমর্থনের সমাবেশ বলে উল্লেখ করেন। জনসভা মঞ্চে উঠে প্রথমেই তিনি মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মালা ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিনের সভায় অভিষেক ব্যানার্জি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সদ্য বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দুই মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও বুলু চিকবড়াইক, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, পার্থ প্রতিম রায় প্রমুখ। এদিনের জনসভার সভাপতিত্ব করেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। আর সভার সঞ্চালনা করেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

প্রতিষ্ঠা দিবস প্রিন্স ভিক্টর নীতেন্দ্রনারায়ণ লাইব্রেরির

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ১৪ ফেব্রুয়ারি হলদিবাড়িতে পালন করা হল ঐতিহ্যবাহী প্রিন্স ভিক্টর নীতেন্দ্রনারায়ণ লাইব্রেরি ও টাউন ক্লাবের ১০৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। নতুন কমিটি গঠন না হওয়ায় পুরোনো কমিটিই এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান। উপস্থিত ছিলেন লাইব্রেরির সভাপতি মহাদেব পাটোয়ারি, সম্পাদক প্রশান্ত বর্মন সহ লাইব্রেরির সদস্য এবং কর্মীরা। তবে লাইব্রেরি কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ৫ বছর ধরে লাইব্রেরির তরফে আগে মেধাবী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়া হোত তা বন্ধ আছে। এই নিয়ে হলদিবাড়ির মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে। উল্লেখ্য ১৯১৬ সালে এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩ হাজারের বেশি বই এখানে আছে। যার মধ্যে আছে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বই।

রাজ্য ভাওইয়ায় এবার দাপট আলিপুরদুয়ারের শিল্পীদের

পার্থ নিয়োগী: গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি কুশিয়াবাড়ি হলেশ্বর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর দপ্তর আয়োজিত ৩৪ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় এবার জয়জয়কার আলিপুরদুয়ার জেলার শিল্পীদের। চটকা ও দরিয়া এই দুই বিভাগে আলিপুরদুয়ারের তিনজন শিল্পী সাফল্য লাভ করে। এদের মধ্যে দুজন ছাত্রী এবং আরেকজন বিশেষভাবে সক্ষম যুবক। চটকা বিভাগে প্রথম হন আলিপুরদুয়ারের রঞ্জন রায়, দ্বিতীয় হন তুফানগঞ্জ-২ এর কণিকা দাস কুন্ডু এবং তৃতীয় হন ময়নাগুড়ির পূজা রায়। উল্লেখ্য চটকা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করা আলিপুরদুয়ারের শালকুমারহাটের যুবক রঞ্জন রায় একজন দৃষ্টিহীন। কিন্তু সকল প্রতিকূলতাকে তিনি জয় করেছেন ইচ্ছেশক্তি দিয়ে। দরিয়া বিভাগে প্রথম হন ফালাকাটার সুকন্যা মুস্তাক, দ্বিতীয় হন কোচবিহার-২ এর বিকাশ রায়, তৃতীয় হন আলিপুরদুয়ার-২ এর রিয়া রায়। এর আগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৩৪ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠানের শুরু হয়। রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এবারের রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবে উদ্বোধন করার কথা থাকলেও তিনি অনুষ্ঠান মঞ্চে

উপস্থিত দুই পদ্মশ্রী প্রাপক মঙ্গলাকান্ত রায় এবং ধনীরাম টোটোকে দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করান। আয়োজক কমিটির তরফে মঙ্গলাকান্ত রায় ও ধনীরাম টোটোকে এদিন সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে মঙ্গলাকান্তি রায় সারিন্দা বাজিয়ে ভোরে পাখির ডাক, হাস-মুরগির আওয়াজ, পাখির কলতান শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। কুড়েঘর, নদী, পুকুর, গোরুর গাড়িতে মূল মঞ্চকে সাজানো হয়। অনুষ্ঠান চত্বরে ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল। ৩২ টি ব্লক এবং ১ টি পুরসভার ভাওয়াইয়া উৎসবের চটকা ও দরিয়া বিভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ১২৮ রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবে অংশ নেয়। এছাড়াও ৫৭ জন বহিরাগত ভাওয়াইয়া শিল্পীর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবারের রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবে।

শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় উদযাপিত হল মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৫৮ তম জন্মজয়ন্তী

বিশেষ সংবাদদাতা: শ্রদ্ধাসহকারে মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৫৮ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল কোচবিহারে। খলিসামারিতে মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মভূমি সংলগ্ন খলিসামারি পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠের মাঠে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর ও পুণ্যভূমি খলিসামারি পঞ্চানন বর্মা ১৫৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নারী ও শিশু কল্যাণ উন্নয়ন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। তিনি বলেন যে '২০১২ সালে মনীষী পঞ্চানন বর্মাকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। সেইসাথে খলিসামারিতে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসও তৈরি হয়েছে'। এদিন শশি পাঁজা আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বীরবাহা হাসদাকে নিয়ে পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটে ও সংগ্রহশালাতেও যান। এদিন মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মভূমিতে তাকে স্মরণ করে রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা উত্তরসূরি ও অনুগামী মঞ্চ। এই মঞ্চের তরফে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনীষী পঞ্চানন বর্মার বংশধর দুই পুতি অংশুমান বর্মা ও বিধান বর্মা। তারা বলেন, আগামীতে এই মঞ্চের তরফে

মনীষী পঞ্চানন বর্মার মানবিক চিন্তার বিকাশ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে তারা কাজ করবে। দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির তরফে রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন পঞ্চানন পার্কে পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চানন বর্মার নাতি সুরজিৎ বর্মা, ক্ষত্রিয় সোসাইটির তরফে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি অন্নময়ী অধিকারী, সম্পাদক শুভদীপ সরকার, অন্যতম সদস্য রাধাকান্ত বর্মা, প্রখ্যাত আইনজীবি শিবেন্দ্রনাথ রায়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ। কোচবিহার পুরসভার তরফে পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পঞ্চানন পার্কে অবস্থিত পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। গুঞ্জবাড়িতে ক্ষত্রিয় সোসাইটির অফিসেও পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান হয়। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনীষীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক ও ছাত্রছাত্রীরা। সিতাই পঞ্চায়েত সমিতি তাদের নিজস্ব তহবিলে মনীষী পঞ্চাননের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করে। একইভাবে সমস্ত কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রদ্ধা সহকারে এদিন মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল শুভম হাসপাতালের

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমের আধুনিক চিকিৎসার অন্যতম চেনা প্রতিষ্ঠান কোচবিহারের শুভম হাসপাতাল। দেখতে দেখতে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে ১৯ টি বছর সুনামের সাথে পেড়িয়ে গেল এই হাসপাতাল। গত ৯ ফেব্রুয়ারি নরনারায়ণ রোডে অবস্থিত শুভম হাসপাতালে পালন করা হল প্রতিষ্ঠানের ১৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। কেক কেটে এদিন হাসপাতালের জন্মদিন পালন করেন সেখানকার চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ বিভিন্ন স্টাফেরা। এই প্রসঙ্গে শুভমের কর্ণধার শুভজিৎ কুন্ডু বলেন, 'হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এলাকার কিছু দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠ্যবই তুলে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাদের তরফে'। সম্প্রতি শুভম হাসপাতালে চালু হয়েছে হার্টের চিকিৎসার অত্যাধুনিক ক্যাথল্যাব। এর ফলে হার্টের যে কোন রোগের আধুনিক চিকিৎসা এখন থেকে এখানেই পাওয়া যাবে। ফলে আর বাইরে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে না। শুভম হাসপাতালে কার্ডিওলজির পাশাপাশি জেনারেল মেডিসিন, নিউরোলজির, অর্থোপেডিক, পেডিয়াট্রিক, গাইনিকলজি, জেনারেল সার্জারি সহ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা একই ছাদের তলায় করার ফলে রোগীদের সুবিধা হয়েছে। সেইসাথে ২৪ ঘন্টাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীদের পরিষেবা দেবার জন্য হাসপাতালে থাকেন।

রক্তদান শিবির নর্থবেঙ্গল আই টি ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের

পার্থ নিয়োগী: ব্যবসার পাশাপাশি নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখল নর্থবেঙ্গল আইটি ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের কোচবিহার ইউনিট। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তাদের তরফে রাজমাতা দিঘি সংলগ্ন মুক্তমঞ্চ উদ্যানে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন নর্থবেঙ্গল আইটি ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের সভাপতি পীযূষ দত্ত ও সম্পাদক সুরেশ ভগৎ এবং কোচবিহার ইউনিটের সভাপতি পীযূষ বসু। মোট ৩৩ জন এদিন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়। নর্থবেঙ্গল আইটি ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের তরফে বলা হয়েছে আগামীদিনে এমন সামাজিক কাজ আরও করা হবে।

অবশেষে চালু হল কোচবিহার থেকে বিমান পরিষেবা

দেবাশীষ চক্রবর্তী: ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন শুরু হলো কোচবিহার কলকাতা বিমান পরিষেবা। কোচবিহার থেকে কলকাতা গামী বিমানের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এদিন কলকাতা থেকে কোচবিহারের পাঁচজন বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে এই বিমানটি। ১.৫৯ মিনিটে কোচবিহার বিমানবন্দরে এই নয় সিটের বিমানটি অবতরণ করে। এই বিমানটি কোচবিহার থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে জামশেদপুর এবং জামশেদপুর থেকে ভুবনেশ্বর রুটে চলবে। কোচবিহার থেকে কলকাতাগামী বিমানে প্রথম দিনে পাঁচজন যাত্রী কোচবিহার থেকে কলকাতা যাচ্ছে। কোচবিহার থেকে কলকাতা বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি কোচবিহারবাসি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে বলেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান প্রকল্পের মাধ্যমে এই বিমান পরিষেবা শুরু হলো। বর্তমানে নয় সিটের বিমান দিয়ে এই পরিষেবা চলবে। আগামী দিনে যাতে আরো বেশি সিটার বিমান এবং বেশি সংখ্যক বিমান পরিষেবা চালু করা যায় সেই বিষয়ে পরিকল্পনা চলছে। তিনি বলেন, কোচবিহারের মানুষের জন্য এই বিমান পরিষেবা চালু করা হচ্ছে তাই এর মধ্যে রাজনীতি না এনে সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে।

প্রশাসনের উদাসীনতায় তোর্ষা নদীর চরে রমরমিয়ে চলছে গাঁজা ও আফিম চাষ

কোচবিহার: একদিকে গাঁজা আর একদিকে আফিম। কোচবিহারে অবৈধ চাষ রমরমিয়ে চললেও প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তোর্ষা নদীর দুর্গম চরে চলছে আফিম চাষ। স্থানীয় কৃষকদের অল্প টাকায় কাজে লাগিয়ে বিঘার পর বিঘা জমিতে চলছে গাঁজা অথবা আফিমের চাষ। চাষিরা অল্প টাকা পেলেও মুনাফার প্রায় পুরোটাই যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের পকেটে।

কোচবিহার সদর মহকুমা এলাকায় তোর্ষা তীরবর্তী পূর্ব কালাপানি, মালতীগুড়ির চর, ইচ্ছামারি, চাঁপামারি, শালমারা, হরিপুর, বলদিহাটির মত বিভিন্ন এলাকায় দেদারে চলছে গাঁজা ও আফিম চাষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, শুধুমাত্র তোর্ষার চরেই প্রায় ১০০ একর এলাকা জুড়ে অবৈধ খেত রয়েছে। যা দূর থেকে সাদা কাশবনের মত দেখতে হলেও কাছে গেলেই বোঝা যাবে সাদা ফুলে ভরে রয়েছে আফিম খেত। এছাড়াও চান্দামারি ও মাঘপালাতে শতাধিক বিঘা গাঁজা খেত রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেসব চরে লোকজনের আনাগোনা কম সেইসব চরে গাঁজা ও আফিমের চাষ হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, চারদিকে ধু-ধু নদীর চরে কলা ও ভুট্টা খেতের মধ্যে আফিম গাছ লাগান কারবারিরা। প্রতি বছরের মত এই বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গাঁজা ও আফিমের সাথে যুক্ত কারবারিরা প্রতি বছর এক জায়গায় চাষ না করে স্থান বদল করেন। অল্প অল্প জায়গা নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ করা হয়। এই অবৈধ চাষ করে এক শ্রেণির মানুষ ভীষণ ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে। যাদের একসময় একটা সাইকেল কেনার ক্ষমতা ছিল না তাদের বাড়িতে এখন একাধিক চারচাকার গাড়ি রয়েছে। শুধু গাড়িই নয় প্রাসাদোপম বাড়ি, টাকা সবদিক থেকেই ফুলে ফেঁপে উঠছে কারবারিরা। তবে এদের মাথার ওপর প্রভাবশালী স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা চালায় কারবারিরা। যার একটা মোটা অংশ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের পকেটে যায় বলেও অভিযোগ।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে আফিম চাষ শুরু হয়। তিন মাস পর এই গাছ বড় হয় ফল থেকে যে আঠা বের হয়, তা থেকে তৈরি হয় মাদক। বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি আফিম উৎপাদিত হয়। এই আফিম দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা কেজি দরে পাইকারি দামে কারবারিরা বিক্রি করেন। খোলাবাজারে সেই দাম বেড়ে হয় ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া শেকড় ও বীজের খোসা সহ পুরো গাছ ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। সেগুলিও বিভিন্ন নেশার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক বিঘা আফিম চাষে খরচ হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

নার্কোটিক্স কন্ট্রোল অফ ব্যুরোর কলকাতা জেনারেল অফিসের এক আধিকারিক জানান, ঐ এলাকায় আগেও এই ধরনের অভিযোগ ছিল। সেইসময় আবগারি দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে খেত নষ্ট করা হয়। তিনি বলেন, ফের অবৈধ আফিম চাষের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা জানান, বেআইনি চাষবাদ রুখতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। ফের অভিযান চালানো হবে।

আবুতারা হল্ট স্টেশনে দুটি ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে ডিআরএমকে ডেপুটেশন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: মঙ্গলবার দুপুরে বামনহাট স্টেশন মাস্টারের মধ্য দিয়ে ডিআরএমকে এই ডেপুটেশন প্রদান করে আবুতারা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। ডেপুটেশন প্রদানের পর আবুতারা নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে মিলন সেন জানান, লকডাউন পূর্ববর্তী সময়ে ট্রেন নম্বর ১৫৪৬৮ ডাউন শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস,অর্থাৎ যে ট্রেনটি সকাল সাড়ে নয়টায় বামনহাট স্টেশন থেকে ছেড়ে শিলিগুড়ির দিকে রওনা হয় এবং অপর আর একটি ট্রেন, ট্রেন নম্বর ১৫৪৬৭ আপ বামনহাট এক্সপ্রেস অর্থাৎ যে ট্রেনটি শিলিগুড়ি জংশন থেকে সকাল সাতটায় ছেড়ে বামনহাট স্টেশনের দিকে রওনা হয় এবং বিকেলে এসে পৌঁছায়। এই দুটি ট্রেন লকডাউন পূর্ববর্তী সময়ে আবুতারা হল্ট স্টেশনে স্টপেজ দিত। তবে বর্তমান সময়ে দীর্ঘদিন থেকে সেই ট্রেন দুটির স্টপেজ আবুতারা হল্ট স্টেশনে না

থাকায়, সমস্যায় পড়ছে সংশ্লিষ্ট স্টেশন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ। সেই কারণে ট্রেন দুটির স্টপেজের দাবি জানিয়ে এদিন দুপুরে বামনহাট স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে ডিআরএমকে লিখিত ডেপুটেশন প্রদান করে আবুতারা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। এছাড়াও তারা ডেপুটেশন পত্রে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, যদি পুনরায় ট্রেন দুটির স্টপেজ আবুতারা হল্ট স্টেশনে না দেওয়া হয় তবে তারা সকলে মিলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবেন।

চপস্টিক বানিয়ে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়েছে ডাউয়াগুড়ি

কোচবিহার: কোচবিহার শহরতলির দক্ষিণ ডাউয়াগুড়ির স্থানীয়দের তৈরি চপস্টিক পাড়ি দিচ্ছে ইতালি, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। চীন ও জাপানে যদিও এই চপস্টিক খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইউরোপ মহাদেশে এই চপস্টিক পাড়ি দিচ্ছে ঘর সাজানোর সামগ্রী হিসেবে। বলাবাহুল্য, এলাকাবাসীরা এই শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। কিন্তু তাঁরা আজও জানেন না এই কাঠি কি কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রায় ৪২ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, ঘর সাজাবার জন্য এই কাঠি এক্সপোর্ট হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে আমরা এই কাজ করছি। একসময় ডাউয়াগুড়ি, মারুগঞ্জ, বলরামপুর, গুড়িয়াহাটি এলাকার বহু মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই চপস্টিক রপ্তানি হয়। শুধু তাই নয় বাড়িতে বসে থাকলেও মহিলারা সারাবছর কাজ পান। রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, সকলের উপার্জনের সুযোগ করে দিতেই এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ভাষায় এই চপস্টিক বাঁশের কাঠি নামেই পরিচিত। বাঁশ নিয়ে আসার পর ১৮ ইঞ্চি, ২০ ইঞ্চি, ২৪ ইঞ্চি করে হাত কেটে স্টিকের আকার দেন পুরুষেরা। এরপর হাজার খানেক স্টিক মহিলাদের বাড়িতে বাড়িতে তাঁরা পৌঁছে দেন। মহিলারা সেই কাঠি ছুলে রোদে শুকোতে দেন। একদিকের মাথাটা পেন্সিলের মত সুঁচালো হয়। এরপর সেই স্টিকগুলো সংগ্রহ করে প্যাকেট করা হয়। এলাকার এক যুবক মজিবুল হোসেন বলেন, আমার মাসে ১২ হাজার টাকার মতন আসে। অধিকাংশ এলাকাবাসী এই চপস্টিক তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এলাকার আরেক বাসিন্দা শাহিদা খাতুন বলেন, এই কাঠির মাপ অনুযায়ী আমাদের হাতে টাকা দেওয়া হয়। ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বুকু কার্জী বলেন, এই ব্যবসা কমপক্ষে ৪০ বছর ধরে চলে আসছে। এই কাজ করে এলাকার মানুষরা দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

গুরুগৃহের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

বিশেষ সংবাদদাতা: বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী পঞ্চানন রায় বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের উলিপুরে গড়ে তুলেছেন ভাওয়াইয়া গানের প্রতিষ্ঠান গুরুগৃহ। সেই গুরুগৃহে পালন করা হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অস্থায়ী শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি খালি পায়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে পঞ্চানন রায়ের নেতৃত্বে তার শিক্ষার্থীরা ভাওয়াইয়া গানে পথ পরিক্রমা করে অন্যভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করলো। যা সকলের মন ছুয়ে গেছে।

২,৮৯৯ জনের নিয়োগ বাতিল

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগেও মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা: আবারও মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের। শিক্ষকদের পর এবার শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতেও কোপ পড়ল। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ২,৮৯৯ জন গ্রুপ-ডি কর্মীর নিয়োগ বাতিল নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। এবারও সেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশেই চাকরি গেল গ্রুপ-ডি কর্মীদের। তবে শুধু চাকরি নয় বিচারপতির নির্দেশে বেতনও ফেরত দিতে হবে ওএমআর শিটে কারচুপি ও টাকা দিয়ে চাকরি জোগাড় করা স্কুলের গ্রুপ-ডি কর্মীদের। শুধু তাই নয় ১০ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের নির্দেশে আরও স্কুল শিক্ষকের চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল। চাকরি বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বেতন বন্ধেরও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। উপরন্তু এতদিন পর্যন্ত পাওয়া বেতন কিস্তিতে ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, ২০১৬ সালের নবম-দশমে নিযুক্তদের মধ্যে অযোগ্য ৮০০-রও বেশি শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বিজ্ঞপ্তি আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে। এব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দুর্নীতি হয়েছে কিনা সেটা সম্পূর্ণ আদালতের বিচারাধীন বিষয়, এনিয়ে আমাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। আদালত যা নির্দেশ দেবে সেই অনুসারে কাজ হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রুপ-ডি কর্মী ২,৮১৯ জনের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কারচুপির অভিযোগ এনেছে সিবিআই। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেলের মধ্যে এই ২,৮১৯ জনের শুধু নাম নয় বাবার নাম, ঠিকানা সহ বিস্তারিত তথ্য আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। অন্যদিকে, যে শিক্ষকদের নিয়োগ বাতিলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তাঁরা ছিলেন ২০১৬ সালের নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকের চাকুরীপ্রার্থী।

জানা গেছে, ৯৫২ জনের এই তালিকায় অনেকের সার্ভার ও ওএমআর শিটে প্রাপ্ত নম্বরে অনেক ফারাক দেখা গেছে। সেই তালিকা দেখেই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এসএসসি-র কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন। এরপরই কমিশন ১৭ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে নিয়োগ বাতিলের প্রক্রিয়ার কথা জানায়। পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করতে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ১০ ফেব্রুয়ারি আদালতে কমিশনের হলফনামা জমা দেওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যেই ওই ২,৮১৯ জনের নাম ওয়েবসাইটে আপলোড এবং চাকরির সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করতে হবে। এই নির্দেশের পরই স্কুল সার্ভিস কমিশন ১০ ফেব্রুয়ারি আদালতে হলফনামা দিয়ে জানায়, গ্রুপ-ডিতে মোট ২,৮২৩ জনের নম্বর বাড়িয়ে চাকরির সুপারিশ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে চারজন চাকরিতে যোগ দেয়নি। বাকি ২,৮১১ জনের নাম উঠে আসে সিবিআই তদন্তে। তাঁদের মধ্যে ১,৯১১ জনের চাকরির জন্য নিয়ম মেনে সুপারিশ করা হয়নি বলে আদালতে মেনে নেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। এরপরেই বিচারপতি চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন।

অবশেষে জালে গন্ডার চোরাশিকারের কিংপিন

মাদারিহাট: একগুলিতেই একটা বিশাল গন্ডারকে খতম করার ক্ষমতা আছে লোকেন বসুমাতারির। আবার নিমেষেই সেই গন্ডারের খড়্গ কেটে নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ায় সিদ্ধহস্ত সে। সেই খড়্গ আবার পুলিশ ও বনদপ্তরের নজর এড়িয়ে সে পৌঁছে দিত চোরাকারবারিদের হাতে। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে বন্যপ্রাণী চোরাশিকারিদের কিংপিন ছিল এই লোকেন। অসমের কাজিরাঙ্গা, মানস, জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ২০১৪ সালের পর থেকে যত গন্ডার শিকারের ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সব ঘটনার সাথেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল এই কুখ্যাত চোরাশিকারি।

চিলাপাতা রেঞ্জের বানিয়া বিটে ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি গন্ডার মারা যায়। সেই গন্ডারটিকেও শিকার করে এই কুখ্যাত চোরাশিকারি। এরপর থেকেই বন্য দপ্তর হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এই কিংপিনকে। অবশেষে দীর্ঘ ২৩ মাস পরে বনকর্মীদের হাতে ধরা পড়ল লোকেন বসুমাতারি। এই অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনাধিকারিক দীপক এম সহ দুইজন রেঞ্জ অফিসার। দীপকবাবু জানান, লোকেনকে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ার আদালতে তুলে তাকে ১৪ দিনের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে লোকেনের কথাতেই কারবার চলত। এবার ঐ চক্রের বাকিদের ধরা যাবে। তবে কোথা থেকে কিভাবে তাকে গ্রেপ্তার করা হল বা তার কাছ থেকে কী তথ্য পাওয়া গিয়েছে তদন্তের স্বার্থে তা গোপন রাখা হয়েছে। তবে এটা জানা গিয়েছে যে লোকেন বসুমাতারির বাড়ি অসমের চিরাং জেলায়।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ভ্যালেন্টাইনস উইক

আলিপুরদুয়ার: ফেব্রুয়ারি মানেই "ভালবাসার মরশুম"। ভালবাসার দিন অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন ডে পালনের মধ্য দিয়েই শুধু এই মরশুম উদযাপিত হয় না। বরং ক্যালেন্ডারের দিন ধরে চলে প্রতিটি দিন পালন। তার মধ্যে রোজ ডে, চকোলেট ডে, টেডি ডে অন্যতম। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ভ্যালেন্টাইনস উইক। আর এই ভ্যালেন্টাইন উইকে টেডি বিয়ার নিয়ে আলাদা উন্মাদনা দেখা যায় বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে। আর এরফলে লক্ষ্মীলাভ হচেছ

ব্যবসায়ীদের। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার, হ্যামিল্টনগঞ্জে উপহারের দোকানগুলিতে গেলে দেখা যাচ্ছে টেডি বিয়ার দিয়ে সাজানো রয়েছে দোকান। আড়াইশো থেকে দশ হাজারের মধ্যে বিভিন্ন মাপের টেডি রয়েছে সেখানে। তবে আড়াইশো থেকে পাঁচশো টাকার মধ্যে টেডি বিয়ার কিনতে বেশি দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের। টেডি বিয়ারের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন মাপের হার্ট পিলোর কালেকশন। এগুলির চাহিদা রয়েছে বলে জানা যায়। ব্যবসায়ীরা জানান, "ভালবাসা প্রকাশের অন্যতম উপহার টেডি বিয়ার। দেখা যায় এই দিনেই পছন্দের মানুষের হাত ধরে দোকানে নিয়ে আসে। তারপর তাদের হাতে তুলে দেয় টেডি। দেখেও ভালো লাগে।"

নোনাই বাঁচাতে একজোট আলিপুরদুয়ারের স্কুল পড়ুয়ারা

আলিপুরদুয়ার: নদী বাঁচাও, নোনাই বাঁচাও এই শ্লোগান কোন রাজনৈতিক দলের নয়। এই শ্লোগান দিচ্ছে আলিপুরদুয়ারের স্কুল পড়ুয়ারা। ক্রমাগত দূষণ, মাছ ধরতে বিষ প্রয়োগ, জলে বিদ্যুৎ প্রয়োগ ও আবর্জনা ফেলায় আলিপুরদুয়ার শহরের লাইফলাইন নোনাইয়ের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। তাই এই নদী বাঁচাতে ১৬ ফেব্রুয়ারি পথে নেমেছিল আলিপুরদুয়ারের চারটি স্কুলের পড়ুয়ারা। এই স্কুলগুলি হল- মাঝেরডাবরি হাইস্কুল, নির্মলা গার্লস হাইস্কুল, সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল সহ একটি বেসরকারি হাইস্কুল।

এই চারটি স্কুলের পড়ুয়ারা একজোট হয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে চেচাখাতা থেকে মিছিল শুরু করে। জংশন, ডিআরএম চৌপথি সহ, নেতাজী পার্ক এলাকা ঘুরে নোনাই নদীর চরে এসে শেষ হয় মিছিল। হিন্দি, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় চলে এই শ্লোগান।

নদী বাঁচাও কমিটির সদস্য উত্তম দাস পড়ুয়াদের নদী বাঁচানোর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

পদযাত্রার আয়োজন করলো গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা: ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দুর্দশার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পদযাত্রার আয়োজন করলো গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির কর্মকর্তারা। মালদার ভূতনি এলাকা থেকে শুরু হয় এই পদযাত্রা। এক সপ্তাহ ধরে চলবে মালদা বিভিন্ন এলাকা দিয়ে এই পদযাত্রা বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর এলাকায় শেষ হয় এই পদযাত্রাটি। পদযাত্রার শুরু এবং শেষ যেখানে সেই দুটি এলাকায় মূলত গঙ্গা ভাঙ্গন কবলিত।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত হয়ে রয়েছে কয়েক হাজার পরিবার। তাদের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ এবং নানান দাবির বিষয় নিয়েই মূলত এই পদযাত্রার আয়োজন করে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির কর্মকর্তারা। এই পদযাত্রায় কয়েক হাজার ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা সামিল হবেন বলেও দাবি করেছে ওই সংগঠন।

মালদা প্রেস কর্নারে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কর্মকর্তারা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানেই ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দুর্দশার কথা মূলত তুলে ধরা হয়। কিভাবে দিনের পর দিন এবং বছরের পর বছর ভিটেমাটি হারিয়ে ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি দুর্দশার মধ্যে রয়েছে সে বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা আলোচনা করেন ওই সংগঠনের উপস্থিত কর্মকর্তারা।

একসাথে ৩ টি ওয়ার্ডে চালু সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট

পার্থ নিয়োগী: গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার শহরের ১০, ১১ এবং ১৭ নম্বর এই তিনটি ওয়ার্ডে চালু হল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। এদিনের এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রেবা কুন্ডু, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যুথিকা সরকার এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভজিৎ কুন্ডু। এই প্রকল্প চালুর ফলে এখন থেকে এই ওয়ার্ডগুলি থেকে প্রতিদিন পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা আলাদা করে সংগ্রহ করা হবে। ২০ ওয়ার্ড বিশিষ্ট কোচবিহার শহরের একমাত্র ১৬ নম্বর ওয়ার্ড বাদে বাকি ১৯ টি ওয়ার্ডেই এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু হয়ে গেল। পুরসভার তরফে জানা গেছে খুব শীঘ্রই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডেও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়ে যাবে।

সম্পাদকীয়

প্রেম আসুক সবখানে

ভ্যালেন্টাইন ডে এর হাত ধরে বর্তমান সময়ে ফেব্রুয়ারি মাস পরিণত হয়েছে প্রেমের মাসে। সেই সুবাদে গ্রিটিংস কার্ড, গোলাপ থেকে রেস্তোরাঁর সিট বুকিং। প্রেমের হাত ধরে বাণিজ্যটাও এই মাসে হয় বেশ। শুধুমাত্র মেট্রোপলিটন সিটি নয়। আধুনিক গেজেটের কল্যাণে প্রত্যন্ত গ্রামেও আজ ভ্যালেন্টাইন ডে এর রমরমা। কিন্তু প্রকৃত প্রেম কোথায় ? তারই যে বড় অভাব। নইলে প্রেমে প্রত্যাখিত হয়ে আজও অ্যাসিড ছোড়ার ঘটনা ঘটে। রাজনীতির মঞ্চ থেকে নেতারা ক্রমাগত কু'কথা বলে প্রেমহীন সমাজের বার্তা দেন। মাসটা প্রেমের হলেও চারপাশে আকাশে, বাতাসে কেবলই হিংসার ছবি। তবুও এরই মাঝে হৃদয় ছুঁয়ে যায় কিছু মানবিকতার চিত্র। সম্পূর্ণ অচেনা মানুষকে বাঁচাতে রক্ত দিতে এগিয়ে আসে মানুষ আজও। হিন্দু বন্ধুকে কিডনি দিয়ে প্রাণে বাঁচান মুসলিম বন্ধু। প্রয়াত এক হিন্দু মহিলার হৃদপিন্ড প্রতিস্থাপিত হয়ে প্রাণে বাঁচায় সন্তানসম এক মুসলিম যুবককে। এই খবরগুলি কি একটুও আমাদের বাঁচার রসদ দেয় না ? কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে কোকিলের ডাক। তাঁর মানে সে জানিয়ে দিচ্ছে বসন্ত এসে গেছে। আর এই বসন্ত সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিক প্রেমের বার্তা।

কবিতা

চিকরাশির ছায়ায় সহজ উঠোনে বাসন্তিক সনেট

।। ডাক।।

....উমা শঙ্কর রায়

হৃদপিন্ডে বাঁয়ে এসে বসো হে বধুয়া,
পলাশের মালা দেব ভালবেসে গলে।
প্রেম বারিতে ভেজাও পাথার নিধুয়া-
চৈতী দহনে বসন্ত যায় বুঝি জ্বলে!

মেঠোপথে ভাট ফুল, ঝরছে পলাশ,
ঝরা পাতায় লুকানো সুখী গৃহকোন!
এসো ফাগুন রঙেতে ভরি হৃদাকাশ-
বসন্ত করবো থিতু মনে বেঁধে মন।

রাই যদি সাজো তুমি হব আমি কালা,
মুঠো মুঠো রঙে আজ রাঙাব তোমায়-
ফাগুন আগুনে এসো মুছে দেই জ্বালা-
এসো আজ সব ভুলে ফাগুন বেলায়।

কাছে আর দূরে প্রেম সমান ভাসায়,
চলো আজ খেয়া দেই প্রেম যমুনায়-

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

...সোমালি বোস

ভাষা যোগাযোগের এবং মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। আর যোগাযোগ বা মনের কথা প্রকাশের মাধ্যম যদি হয় মাতৃভাষা তবে আমরা হয়ে যাই প্রাণবন্ত।দেশ, রাজ্য, জেলা ও অঞ্চল ভেদে ভাষা আলাদা হলেও প্রত্যেক শিশু তাদের মায়ের কাছ থেকে যে ভাষা শেখে সেটাই তার মাতৃভাষা। পৃথিবীতে মাতৃভাষার সংখ্যা প্রায় ৭০০০, এইটি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় ২০০৯ সালে বলা হয়েছে। এসআইএল এথনলুজ-এর গবেষণায় বলা হয়েছে ভারতে প্রায় ৪১৫ টি জীবিত ভাষার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাকি ভাষাগুলো লুপ্তপ্রায়। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রধান এবং সরকারি ভাষা হলো বাংলা। বাংলা খুঁজে পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোত্রে। সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তির কিংবদন্তি থাকলেও বাংলা ভাষাবিদরা বিশ্বাস করেন, বাংলা মাগধী প্রাকৃত এবং পালির মতো ইন্দো আর্য ভাষা থেকে এসেছে।

এবারে আসি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বা শিক্ষার উপযোগীতা নিয়ে।

কবির ভাষায় বলা যায়,

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?"

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সহজ ও পূর্ণাঙ্গ হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিক্ষায় মাতৃভাষা, মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ।" মাতৃদুগ্ধ শিশুর পক্ষে যেমন, পুষ্টিকর, বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা তেমন সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। মাতৃভাষা প্রাণমনকে দেয় তৃপ্তি আর চিন্তাচেতনাকে দেয় দীপ্তি।

মাতৃভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করা সহজ যতটা, অন্য ভাষায় সেটা তত সহজ নয়। মাতৃভাষা সহজাত আপন ভাষা, অন্য ভাষা পরের ভাষা। মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই প্রকৃত পক্ষে দেশের মানুষের চিত্তশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সৃষ্টি শক্তি ও কল্পনা শক্তির যথার্থ বিকাশ সম্ভব। প্রসঙ্গতরবীন্দ্রনাথঠাকুরের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

"আমাদের মন তেরো চৌদ্দ বয়স হতেই জ্ঞানের আলোকে এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশি ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থ বিদ্যার শিলাবৃষ্টি বর্ষণ হইতে থাকে তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কি করিয়া।"

শিক্ষা মানুষের সহজাত অধিকার, সভ্যতার ক্রমগতির অনিবার্য অঙ্গীকার। এখানে কৃত্রিমতার কোনো অবকাশ নেই।" কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চির পিরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়।" এরূপ নানা কারণে অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই সে বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে। মাতৃভাষায় কোনো ভাব যত সহজে বোঝা যায়, তা আর কোনো ভাষায় সম্ভব নয়। পরভাষায় শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির যথেষ্ট অপচয় হয়।

মায়ের সাথে, মাটির সাথে, দেশের সাথে, প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র গড়তে হলে প্রয়োজন মাতৃভাষা। দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মাতৃভাষা মায়ের ভাষা, স্বদেশী ভাষা। মাতৃভাষার চেয়ে সহজ অন্য কোন ভাষা হতেই পারে না। কারণ জন্মের পর থেকে এই ভাষার আশ্রয় ও পরিমণ্ডলে একজন বড় হয়ে ওঠে। সুতরাং মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলাভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্তমানে চালু রয়েছে, এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে আছে ভাষা আন্দোলনের রক্তমাখা ইতিহাস। ইংরেজ শাসনের পর স্বাধীন পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রফিক, বরকত, জব্বার প্রমুখ ছাত্রগণ এই ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর সেদিন হতেই এদেশের মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং সর্বস্তরে শিক্ষা বাহনরূপে বাংলাভাষা ক্রমেই বিস্তার লাভ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, জীবন ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনে একমাত্র পথ হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ব্যাক্তিসত্তার পূর্ণ সাধন। আর এ জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি। শিক্ষার আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে চাইলে এবং প্রকৃত শিক্ষালাভ করতে চাইলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা বিস্তার অপরিহার্য।

সুস্থ হওয়া আটটি মোহনকে পুনরায় ছাড়া হল বাণেশ্বর শিবদিঘিতে

পার্থ নিয়োগী: ঐতিহ্যবাহী বাণেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন শিবদিঘির কচ্ছপেরা কোচবিহারের মানুষের কাছে এক বড় আবেগ। রাজ আমলে শিবদিঘিতে ছাড়া এই কচ্ছপেরা মোহন নামে পরিচিত। কিন্তু গত কয়েকমাসে অজানা অসুখে প্রায় ১৫ টি মোহনের মৃত্যু হয়। এতে কোচবিহারের জনমানসে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন দীর্ঘদিন ধরে এই মোহনদের নিয়ে কাজ করা বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটিও। পরিস্থিতি সামাল দিতে কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে শিবদিঘির জল ছাঁকার ব্যবস্থা করে মোহনগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতি এতটুকুও বদলায়নি। এরপর বন দপ্তরের তরফে মোহনগুলিকে চিকিৎসার জন্য সোনাপুরে তাদের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগেও বাণেশ্বর শিবদিঘি থেকে অসুস্থ বেশ কিছু মোহনকে চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তার মধ্যে বেশিরভাগ মোহনের মৃত্যু হয়। ফলে সোনাপুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া মোহনদের নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের একটা আশঙ্কা ছিলই। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার মাস দুই পরে অসুস্থ মোহনদের মধ্যে ৮ টিকে পুরোপুরি সুস্থ করে বাণেশ্বরে নিয়ে আসা হয়। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সুস্থ হয়ে ওঠা এই মোহনগুলিকে আবার শিবদিঘিতে এনে ছাড়া হয়। এতে স্থানীয় মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'দীর্ঘদিন বাদে সুস্থ হয়ে ৮ টি মোহন শিবদিঘিতে ফিরে এসেছে। এটা খুব ভালো খবর'।

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: শ্রদ্ধা সহকারে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের পাশাপাশি দ্বিতীয় ক্যাম্পাসেও শহিদ বেদিতে মাল্যদান এবং আলোচনাচক্রের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ সহ জেলার বিভিন্ন কলেজেও এই দিনটি শ্রদ্ধা সহকারে পালন করা হয়। কোচবিহার সাহিত্যসভাতেও সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও শোভাযাত্রা সহকারে দিনটি পালন করা হয়। ২১ এর সকালে ভাষা শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠান করে বাচিক সংস্থা কণ্ঠস্বর। এছাড়াও দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব, বুড়িরপাট ক্লাব ও ব্যায়ামাগার, নাট্যসংস্থা ইন্দ্রায়ুধের তরফেও দিনটি পালন করা হয়। শহরের জেনকিন্স স্কুল মোড়ে মর্নিং আউটডোর গ্রুপের তরফে জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন একটি দেওয়ালে বিভিন্ন চিত্র এঁকে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। সন্ধ্যায় কোচবিহার গুড়িয়াহাটি ক্লাবের মাঠে উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকা গোষ্ঠী এবং ধরিত্রী নান্দনিক সংস্থার তরফে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গান, কবিতা পাঠের পাশাপাশি একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন নাট্যকর্মী নীলাদ্রি বিশ্বাস, ডঃ আশুতোষ সরকার, কবি গৌতমকুমার ভাদুড়ি, কবি চৈতালি ধরিত্রী কন্যা, শিক্ষাবিদ চিন্তু দে এবং ডঃ মৃদুল ঘোষ। আর এই আলোচনা সভার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন উত্তর প্রসঙ্গের সম্পাদক দেবব্রত চাকি। অন্যদিকে কোচবিহার শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এদিন সন্ধ্যায় গুঞ্জবাড়িতে ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সৈনিক নলিনাক্ষ পালের বাড়িতে গিয়ে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চন্দনা মহন্ত, শহর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা কাউন্সিলর দিলীপ সাহা সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃবর্গ। কোচবিহার শহর সংলগ্ন একটি বেসরকারি বিএড কলেজে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে দিনটিকে পালন করা হয়। মাথাভাঙার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ঝংকার ক্লাব ও রেবতীরমন পাঠাগারেও দিনটি শ্রদ্ধা সহকারে পালন করা হয়। দিনহাটায় এদিন উত্তরবঙ্গ চারুকলা সোসাইটির তরফে শহিদ হেমন্ত বসু কর্নারে অনুষ্ঠিত হয় অঙ্কন কর্মশালা। সেইসাথে ভেটারেন্স স্পোর্টস এন্ড ফিটনেস ক্লাব, বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও কলামন্দির ত্রয়ী সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় সংহতি ময়দানে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। দিনহাটা শিল্পী ও গবেষণা সংসদের উদ্যোগের শ্রদ্ধা সহকারে দিনটি পালন করা হয়। রংমশালের উদ্যোগে হলদিবাড়ি বাজার সংলগ্ন জেসিআই ময়দানে দিনটি পালন করা হয়।

‘কুচবিহার রাজবংশ ও ঐতিহ্যের আলোকচ্ছটা’ ইতিহাসের এক দলিল

পার্থ নিয়োগী: বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস আমরা পড়ে থাকি পাঠ্যপুস্তকে। আর এর থেকে আমাদের বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা রাজ বংশের ইতিহাস মানেই যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস। কিন্তু কুচবিহারের রাজবংশের ইতিহাস অনেকটাই আলাদা। কুচবিহারের রাজ ইতিহাস বলতে গেলে উঠে আসবে ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতা, মানবিকতার মত কথা। আর সেই ইতিহাস যদি কুচবিহারের রাজপরিবারের কোন সদস্য লেখেন তাহলে সেটা হয়ে উঠবে আরও তথ্যবহুল। আর সে কাজটাই করে দেখিয়ে দিলেন কুচবিহার রাজপরিবারের সদস্য কুমার মৃদুল নারায়ণ। পেশায় শিক্ষক মৃদুলবাবু শিকরের টানে অসাধারণ এই বইটি লিখেছেন। শুধুমাত্র পারিবারিকভাবে শোনা কথা নয় বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ, নথি এমনকি ক্ষেত্র সমীক্ষা করে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সেখানে থেকে অনেক পরিশ্রমের ফল তাঁর এই বই। কুচবিহারের রাজবংশের কুলদেবতা বাবা মদনমোহনদেবকে উৎসর্গ করে কুচবিহারের রাজপরিবারের ঐতিহ্যময় উদার আধ্যাত্মিক মানসিকতার কথা আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন। শুরুটাও করেছেন কোচবিহার রাজবংশের শুরুর কথা দিয়ে। বিস্তারিতভাবে সকল প্রজাবৎসল মহারাজাদের কথা অসাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক একইভাবে কুচবিহারের মহারাণীদের কথাও আছে। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কুচবিহারের মহারাণীদের ভূমিকাও লেখক সুন্দর লেখনীর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন। রাজকুমার ও রাজকুমারীদের কথা পাঠকের কাছে এক বড় পাওনা। কোচবিহারের মেজো রাজকন্যা তথা জয়পুরের মহারাণী গায়েত্রীদেবী সারা বিশ্বে এক পরিচিত নাম। তাঁর সোনালী জীবন প্রবাহ পড়তে পড়তে অবাক হতে হয়। রাজশাসিত কুচবিহারের প্রাচীন দেব ও দেবালয়ের তথ্যবহুল লেখাটির জন্য লেখক যে পরিশ্রম করেছে তাঁর জন্য তাকে অবশ্যই কুর্নিশ জানাতে

হয়। দেবী কামাক্ষ্যা ও কোচবিহার রাজবংশ শীর্ষক লেখাটি অনেক কৌতুহলের অবসান করে। আধুনিক কুচবিহারের রুপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। তাই লেখক গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিতভাবে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত পড়ে যেতে হয় ভিক্টোরিয়া কলেজ, নারায়ণী মুদ্রা, রাজকীয় জলাধার, রাজনগরের ট্যাপকল, রাজ আমলের দিঘি, পার্ক নিয়ে তথ্যবহুল লেখা। ঐতিহাসিক ভারতভুক্তি চুক্তি, রাজ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অবমাননার মত বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। বৈষ্ণবগুরু শঙ্করদেবকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা বেশ ভাল লাগে। কুচবিহার টাউন কাউন্সিল থেকে কুচবিহার পৌরসভা হয়ে ওঠার বিবর্তনের ইতিহাস এবং তুফানগঞ্জ টাউন কমিটি থেকে পৌরসভার উত্তরণের ইতিহাস চমৎকার লেখনীর পরিচয় দেয় লেখকের। এমনিতে রাজআমলে কুচবিহারে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের কোন নিষেধ ছিল না। তবুও ১৯৩৪ সালে কুচবিহারে বিধবা বিবাহ আইন প্রনয়নের মধ্যে দিয়ে আইনী স্বীকৃতির মাধ্যমে বিধবাদের সন্তান,তাদের লালন পালন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে কুচবিহারের মহারাজাদের মানবিক ইতিহাস তুলে ধরে কুচবিহার সংক্রান্ত এই বইটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন কুমার মৃদুল নারায়ণ। রাজ আমলের বিভিন্ন পদ ও পদবি, কুচবিহারের প্রাচীন গ্রামীণ খেলার মত লেখাগুলি কুচবিহারকে চিনতে সাহায্য করবে। সেইসাথে কোচবিহারের রাজপরিবারের দুপ্রাপ্য কিছু ছবি এবং বংশতালিকা বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। বইটি প্রথম খন্ড পাঠক মহলে এতটাই সাড়া ফেলেছে যে ইতিমধ্যেই কুচবিহারের মানুষ বইটির দ্বিতীয় খন্ডের জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছে। যে পরিশ্রম করে কুমার মৃদুল নারায়ণ এই বইটি প্রকাশ করেছেন। তাতে তাকে শুধুমাত্র ধন্যবাদ দিলেও কম বলা হবে। কেননা তাঁর এই বই নিছক বই হিসেবে নয়। কুচবিহারের ইতিহাসের এক দলিল হিসেবে আগামীতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রথম নজরুল মেলার সাক্ষী থাকল কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: এই কোচবিহারে এসেই কাজি নজরুল পেয়েছিলেন তাঁর দুই শিষ্য আব্বাসউদ্দিন ও শৈলেন রায়কে। আর সেই কোচবিহারের বুকেই ধূমকেতু নজরুল অ্যাকাদেমির উদ্যোগে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি এই চারদিনের নজরুলমেলা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার শহরে। চারদিনের এই নজরুল মেলা অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে। ছিল কচিকাঁচাদের নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বসে আঁকো, নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, তবলা লহড়া,যন্ত্রানুসংগীত বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানকে বয়সের হিসেবে ক, খ, গ এই তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল

নজরকাড়া। চারদিন ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ধূমকেতু নজরুল অ্যাকাদেমির শিল্পীবৃন্দ। ২৩ জানুয়ারি নজরুল মেলার প্রথম দিনের আকর্ষণ হিসেবে ছিল বিশিষ্ট নজরুল গবেষক তথা চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্যামল দত্তের অনুষ্ঠান এবং সেইসাথে অতি অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে আসা কবি কাজি নজরুলের নাতনি খিলখিল কাজি ও সালাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনে জনপ্রিয় বাচিক শিল্পী মুনমুন মুখার্জির কবিতার সন্ধ্যা এক অন্য আবহের সৃষ্টি করে নজরুল মেলায়। ২৫ তারিখ মেলার তৃতীয়দিনে ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল অ্যাকাদেমির বিভিন্ন শাখার ‘কবি কণ্ঠ’ শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল অসাধারণ। মেলার শেষদিনে অনবদ্য মাটির গানে দর্শকদের মনজয় করেন বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী অভিজিৎ বসু। ২৩ জানুয়ারি নজরুল মেলার উদ্বোধনের আগে সকালে তুফানগঞ্জের-১ নং ব্লকে নজরুল নিকেতনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ধূমকেতু নজরুল অ্যাকাদেমির উদ্যোগে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নাচ,গান, আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র, নাট্যগ্রাম, অনাথআশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, মিউজিয়াম তৈরি করা হবে বলে সংস্থার থেকে জানা গেছে। সেইসাথে চারদিনের এই নজরুল মেলা কোচবিহারে এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করল।

কোচবিহারের তরুণ চলচিত্র পরিচালক অভ্রনীলের সিনেমা মুক্তি পেল তাঁর নিজের শহরে

পার্থ নিয়োগী: মুম্বাইতে ফ্লিম নিয়ে পড়াশোনা করছেন কোচবিহারের অভ্রনীল নাগ। সম্প্রতিতে ছুটিতে কোচবিহারে বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু ফ্লিম যার মাথায় সবসময় ঘুরপাক খায় সে কি আর ছুটিতেও চুপচাপ বসে থাকতে পারে। আর তাই বাড়িতে বসেই ভ্যালেন্টাইন ডে এর আগেই বানিয়ে ফেললেন প্রেমের একটি সুন্দর সিনেমা “ আমোর”। গত ৩০ জানুয়ারি ঐতিহ্যবাহী ল্যান্সডাউন হলে প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হল। আর এই শোতে দর্শকের ভিড় উপচে পরে। প্রিমিয়ার শোতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন টলিউডের অভিনেত্রী দেবীকা মুখার্জি। বছর কুড়ির কোচবিহারের তরুণ প্রতিভা অভ্রনীলের সিনেমা দেখে সবাই বেজায় খুশি। এদিন কলকাতা

থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অভ্রনীলের ভূয়ষী প্রশংসা করেন দেবিকা মুখার্জি। অভ্রনীলের সিনেমা মুগ্ধ করেছে জেলাশাসককেও। আপ্লুত জেলাশাসক উত্তরীয় পড়িয়ে সম্মাননা জানান অভ্রনীলকে। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, ‘ ভবিষ্যতে অভ্রনীলের পাশে তিনি থাকবেন’। আর এই নিয়ে বলতে গিয়ে পরিচালক অভ্রনীল বলেন, ‘আমি মুগ্ধ। ভবিষ্যতেও আমার প্রিয় কোচবিহারকে আমি তুলে ধরব’।

আলুর সহায়ক মূল্যের দাবিতে পথ অবরোধ কৃষকসভার

দেবাশীষ চক্রবর্তী: আলুর সহায়কমূল্য কুইন্টাল প্রতি ৯০০ টাকা করা, সরকারি উদ্যোগে বিদেশে আলু পাঠাবার মত ব্যবস্থা করার দাবিতে গত ২০ ফেব্রুয়ারি তুফানগঞ্জে জাতীয় সড়কে আলু ফেলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সারা ভারত কৃষকসভা। এদিন দুপুর ৩ টায় তুফানগঞ্জ শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মুজফফর আহমেদ ভবন থেকে সারা ভারত কৃষকসভার একটি মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে থানা মোড়ে পৌঁছায়। সেখানে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে রাস্তায় আলু ফেলে পথ অবরোধ করে সংগঠনের কর্মীরা। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে পথ অবরোধ চলে। এর ফলে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এই পথ অবরোধের নেতৃত্ব দেন সারা ভারত কৃষকসভার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তমসের আলি, কৃষকসভার তুফানগঞ্জ-১ নং ব্লকের সম্পাদক পূর্ণেশ্বর অধিকারী, সারাভারত ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক ধনঞ্জয় রাভা প্রমুখ। একই দাবিতে কোচবিহার-১ নং ব্লকের ধলুয়াবাড়িতে কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সংগঠনের সদস্যরা। এখানেও আধঘন্টা পথ অবরোধের ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এখানে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার-১ নং ব্লক কমিটির কৃষকসভার সম্পাদক শিবেন দেব, কোচবিহার জেলা কাউন্সিলের সদস্য পুষ্পকান্ত দেবনাথ, ইন্দ্রজিৎ সরকার, কৃষ্ণকান্ত রায় প্রমুখ।

পারস্পরিকএর আয়োজনে বই প্রকাশ ও আলোচনা

বিশেষ সংবাদদাতা: সম্প্রতি কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি প্রেক্ষাঘরে পারস্পারিক প্রকাশন আয়োজন করেছিল সাহিত্য সন্ধ্যার। অনুষ্ঠান সূচিত হয় অনিরুদ্ধ ঈশোরের গানে। স্বাগত কথায় প্রকাশনার তরফে প্রবীর মজুমদার তুলে ধরেন উত্তরের আলো সিরিজের বইগুলোর বই হয়ে ওঠার গল্প। প্রকাশ পায় বিজয় দে’র কবিতাবই ‘হরিণের ডিম টমেটোর অমলেট’, সন্তোষ সিংহের কবিতাবই ‘রাসচক্র’, দেবশ্রী রায়ের কবিতাবই ‘একান্তে জলের সঙ্গে’, দীপায়ন পাঠকের কবিতা বই ‘ক্যামোফ্লেজ’, সৈকত সেনের কবিতা বই ‘নেপথ্যের লেখাগুলি’, বিপ্লব সরকারের কবিতা বই ‘ভিতরে ভিতরে শিল্প হয়ে গেছে’

এবং সুবীর সরকারের গদ্য বই ‘বান বরিষা ধান সরিষা’, পাপড়ি গুহ নিয়োগীর গদ্যবই ‘ছেঁড়া ঘুড়ি ও দোতারার ডাং’, নীলাদ্রি দেবের গদ্যবই ‘যা যাবতীয়, অর্গানিক’। কবি লেখকেরা প্রকাশিত বইগুলো থেকে পাঠ করেন কবিতা, গদ্যের অংশবিশেষ। গদ্য বইগুলো বিষয়ে আলোচনা করেন ড. পার্থ সাহা, কবিতা বই বিষয়ে আলোচনা করেন ড. অলক সাহা। পুরো অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মৈত্রেয়ী দাস।

কোচবিহারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান

লঞ্চ হল Tata AIA লাইফ ফরচুন গ্যারান্টি পেনশনের আপগ্রেড ভার্সন

মুম্বই: ভারতের অন্যতম প্রধান জীবন বীমা কোম্পানি Tata AIA Life Insurance (Tata AIA Life) তার ফ্ল্যাগশিপ অ্যানুইটি প্ল্যান, টাটা AIA লাইফ ফরচুন গ্যারান্টি পেনশনের আরও পাওয়াফুল সংস্করণ চালু করেছে। AIA লাইফ ফরচুন গ্যারান্টি পেনশনের এই নতুন সংস্করণে উচ্চতর বার্ষিক হার এবং মৃত্যুর সুবিধা সহ বেশ কিছু আপগ্রেড ভার্সন রয়েছে।

দীর্ঘ আয়ু এবং কম সঞ্চয় মাত্রা অবসর আয় আজকে দেশে একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এই কথা মাথায় রেখে টাটা AIA লাইফ ফরচুন গ্যারান্টি পেনশন প্ল্যান একাধিক গ্যারান্টিযুক্ত আয়ের বিকল্পগুলি অফার করে এবং গ্রাহকদের তাদের অবসরকালীন জীবনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চয় করতে সহায়তা করে। কোন ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হলে তাঁর আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের এই প্ল্যানটি উল্লেখযোগ্যভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়া এসএমই গ্রাহকদের জন্য এটি একটি উপযুক্ত বিকল্প। কারণ তাঁরা তাঁদের জীবনে নিজেদের জন্য একটি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। Tata AIA Life-এর ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার সামিত উপাধ্যায় বলেন, প্ল্যানটি একটি উপযুক্ত এবং সুরক্ষিত অবসরকালীন আয়ের গ্রাহকদের জন্য আদর্শ সমাধান।

ফিচার-প্যাকড Faast F2F E-Scooter লঞ্চ করল Okaya EV

কলকাতা: ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্র্যান্ড Okaya EV নতুন বৈদ্যুতিক স্কুটার "Faast F2F" লঞ্চ করেছে। যা একবার চার্জ দিলে ৫৫ কিমি/ঘন্টা সর্বোচ্চ গতিতে ৭০-৮০ কিলোমিটার কভার করতে পারবে। যা শহরের রাইডের জন্য আদর্শ। Okaya Faast F2F তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা একটি নির্ভরযোগ্য, সিটি স্কুটার খুঁজছেন। ই-স্কুটার Okaya Faast F2F দাম ৮৩,৯৯৯ টাকা (এক্স-শোরুম)। যা ছয়টি রঙে পাওয়া যাবে:- মেটালিক কালো, মেটালিক সায়ান, ম্যাট গ্রিন, মেটালিক গ্রে, মেটালিক সিলভার এবং মেটালিক হোয়াইট।

Okaya Faast F2F EV স্কুটারটি ৮০০W-BLDC-Hub মোটর দ্বারা চালিত। যার ৬০V৩৬Ah (২.২kWh) লিথিয়াম ION – LFP ব্যাটারি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করে। ব্যাটারিটিতে দুই বছরের ওয়ারেন্টি আছে। পারফরম্যান্স ছাড়াও, Okaya Faast F2F টেলিস্কোপিক ফ্রন্ট সাসপেনশন এবং স্প্রিং লোডেড হাইড্রোলিক রিয়ার শক অ্যাবজর্বার দিয়ে সজ্জিত। Okaya Electric Vehicles -এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনশুল গুপ্ত বলেন, "Okaya Faast F2F লঞ্চের মাধ্যমে আমরা ভারতে উচ্চ মানের এবং নির্ভরযোগ্য ইভিগুলির জন্য নতুন মান সেট করেছি।

ভারতের ১৬০টিরও বেশি শহরে কাজ করে FreshToHome

কলকাতা: অবশেষে Amazon Smbhav Venture Fund এর সাথে তার ১০৪ মিলিয়ন ডলার সিরিজ ডি ফান্ডিং বন্ধ করে দিল বিশ্বের বৃহত্তম সম্পূর্ণরূপে ইন্টিগ্রেটেড অনলাইন কনজিউমার ব্রান্ড FreshToHome। Investment Corporation of Dubai (দুবাই সরকারের প্রধান বিনিয়োগ শাখা), Ascent Capital সহ FreshToHome-এর বর্তমান বিনিয়োগকারীরাও এই রাউন্ডে অংশ নিয়েছেন। প্রিজারভেটিভ এবং অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি তাজা মাছ এবং মাংস সরবরাহের জন্য বিখ্যাত FreshToHome। ২০১৫ সালে চালু হওয়া FreshToHome ভারতে এবং UAE-এর ১৬০টিরও বেশি শহরে কাজ করে এবং ২০০০ এরও বেশি সার্টিফায়েড প্রিজারভেটিভ এবং অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি তাজা মাছ এবং মাংস সরবরাহ করে। FreshToHome-এর সিইও ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা শান কাদাভিল বলেন, " আমরা Amazon Smbhav Venture Fund-এর সিরিজ ডি ফান্ডিং রাউন্ডে নেতৃত্ব দিতে পেরে আনন্দিত।

শিশুদের মায়োপিয়া থেকে রক্ষা করবে স্টিলেস্ট লেন্স

কলকাতা: শিশুদের মধ্যে মায়োপিয়ার অগ্রগতি কমাতে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাদের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করতে স্টিলেস্ট লেন্স চালু করেছে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় প্রেসক্রিপশন লেন্স Essilor। উল্লেখ্য, Essilor তার নতুন স্টিলেস্ট লেন্সটিকে "H.A.L.T" নামক প্রযুক্তি দিয়ে ডিজাইন করেছে। এই H.A.L.T. প্রযুক্তিটি হল ১১টি রিংয়ে ছড়িয়ে ১০২১টি অ্যাসফেরিকাল লেন্সলেটের একটি নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে গঠিত। সাউথ এশিয়ার Essilor-এর কান্ট্রি হেড নরসিমহান নারায়ণন বলেন, আমরা নিশ্চিত যে Essilor-এর এই নতুন স্টিলেস্ট লেন্সটি ভারতীয় বাজারে একটি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠবে।

ব্রোকেন টেবিলে অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন ও রসিকা

নতুন দিল্লি: দ্য ব্রোকেন টেবিল নামে শর্ট ফিল্ম রিলিজ করল রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ। নিনজা কোম্পানির প্রযোজনায় তৈরি শর্ট ফিল্মে অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ এবং রসিকা দুগাল। ২৪ মিনিটের এই শর্ট ফিল্ম দ্য ব্রোকেন টেবিলের চলচ্চিত্রটি গিরিধর বা গিরি চরিত্রে অভিনয়কারি নাসিরুদ্দিন শাহ ৬০ বছরের একজন অ্যালজামার রোগী এবং দীপ্তি, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোবিজ্ঞানী। যার চরিত্রে অভিনয় করেছেন রসিকা দুগাল।

দ্য ব্রোকেন টেবিল তার স্টোরি লাইনটি খুব উন্মোচন করার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছে। গিরি একজন অবসরপ্রাপ্ত ডির্ভোসী আইনজীবী যিনি তার ৪১ বছরের "স্ত্রীকে ভীষণ ভালবাসেন। দীপ্তি সাইকোলজিতে এমএ করছে। তার হ্যাসব্যান্ড তাঁকে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি নিয়ন্ত্রণ করেন। দিনের বেলায়, তাঁদের ইন্টারপ্লে একটি রোলার কোস্টার রাইড হিসাবে শেষ হয়। যা দীপ্তির বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। প্রযোজক ও পরিচালক চিন্তন সারদাসাইদ বলেন, আমার মনে হয় এই শর্ট ফিল্মটি থেকে অনেকেই তাঁদের জীবনের সাথে মিল খুঁজে পাবে। তিনি আরও বলেন আমরা রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল লার্জ শর্ট ফিল্ম থেকে কিছু জনপ্রিয় শর্ট ফিল্ম দেখেছি। তাই আশা করছি ব্রোকেন টেবিলও দর্শকদের পছন্দ হবে।

Myntra-র নতুন অ্যাডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রণবীর ও কিয়ারা

শিলিগুড়ি: রণবীর কাপুর এবং কিয়ারা আডবানিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করে Myntra তার অ্যাড ফ্লিমের একটি সিরিজ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, Myntra-র এই অ্যাড ফ্লিমগুলি 'বি এক্সট্রাঅর্ডিনারি এভরি ডে – এর অন্তর্গত দৈনন্দিন ফ্যাশন স্টেটমেন্টকে তুলে ধরে। যেখানে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে রণবীর ও কিয়ারার মাধ্যমে Myntra মহিলা ও পুরুষদের প্রতিদিনের পরার জন্য ফ্যাশানেবেল ট্রাডিশন্যাল ও পশ্চিমি পোশাকের ডিজাইনগুলি তুলে ধরেছে।

বলাবাহুল্য Myntra-র এই নতুন অ্যাড ফ্লিমটি চিরাচরিত অ্যাড ফ্লিমগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে রণবীর এবং কিয়ারা একটি নতুন অবতারে আকর্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। ফিল্মে রণবীর এবং কিয়ারাকে তাঁদের বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। তাঁদের বন্ধুদের ফ্যাশন লুক দেখে সেলিব্রিটিরা স্তম্ভিত হয়ে যান এবং তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের স্টাইল স্টেটমেন্ট কে নিজেরদের স্টাইল স্টেটমেন্টের সঙ্গে তুলনা করেন। তখন তাঁদের বন্ধুরা জানায় যে, তারা Myntra থেকে তাদের এই ব্র্যান্ডেড ফ্যাশনেবেল পোশাক কিনেছে। Myntra-র সিএমও সুন্দর বালাসুব্রমানিয়ান বলেছেন, তাদের লক্ষ্য সেলিব্রিটিদের মাধ্যমে প্রতিদিনের ফ্যাশনেবল পোশাক গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

Pristyn Care-এর লক্ষ পূর্ব ভারতে দ্বিগুণ ব্যবসা সম্প্রসারণ

শিলিগুড়ি: পূর্ব ভারতে তার উপস্থিতি জোরদার করতে Pristyn Care কলকাতা, ভুবনেশ্বর, পাটনা, রাঁচি, গুয়াহাটি এবং শিলিগুড়ি জুড়ে ৫০টি ক্লিনিক চালু করেছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের ৬০-টির বেশি হাসপাতালের সাথে পার্টনারশিপ করেছে Pristyn Care। উল্লেখ্য এই Pristyn Care হল একটি নেতৃস্থানীয় হেলথ কেয়ার সেকেন্ডারি সার্জারি প্রদানকারী সংস্থা। যার লক্ষ্য চলতি বছরের শেষ নাগাদ ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে বিভিন্ন শহরে তার উপস্থিতি দ্বিগুণ করা। শুধু তাই নয় IVF, হেয়ার-ট্রান্সপ্লান্ট এবং ব্যারিয়াট্রিক্স বিভাগ চালু করারও পরিকল্পনা রয়েছে Pristyn Care-এর।

বলাবাহুল্য, ২০২২ সালে Pristyn Care প্রায় ১০০ জনেরও বেশি সার্জনের সাথে পূর্বাঞ্চলে এক লাখ রোগীকে পরিষেবা প্রদান করেছে। ১৫টিরও বেশি সার্জিক্যাল বিভাগে কাজ করছে Pristyn Care। এই বিভাগ গুলি হল- জেনারেল সার্জারি, ইএনটি, ইউরোলজি, গাইনোকোলজি ইত্যাদি। শুধু ব্যবসা বাড়ানোই নয় গত তিন বছরে ক্লিনিকাল এবং নন-ক্লিনিকাল সেক্টরে ১,০০০-এরও বেশি চাকরি তৈরি করেছে Pristyn Care। Pristyn Care-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হারসিমারবীর সিং বলেন, আমরা এই অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা অব্যাহত রাখব এবং আরও উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি নিয়ে আসব।

সিমবায়োসিস এন্ট্রান্স টেস্টের রেজিস্ট্রেশন শুরু করেছে SIU

কলকাতা: ৬ ও ১৪ মে অনুষ্ঠিত সিম্বিওসিস এন্ট্রান্স টেস্ট (SET) এর জন্য রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিম্বিওসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) (SIU)। আগ্রহী প্রার্থীরা SIU-এর অধীনে ১৬টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস কমিউনিকেশন সহ আরও অনেক বিষয়ে স্নাতক প্রোগ্রাম অফার করে SIU। প্রার্থীরা SIU-এর অফিসিয়াল ওয়েব সাইট থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন।

কম্পিউটার বেসড টেস্ট (CBT) মোডে একযোগে দেশের ৭৬টি শহরে এই প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। পারসোন্যাল ইন্টারঅ্যাকশন, রাইটিং অ্যাবিলিটি টেস্ট (PI-WAT), স্টুডিও টেস্ট এবং পার্সোনাল ইন্টারঅ্যাকশন (ST-PI)-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) হল একটি মাল্টি কালচারাল, ইনোভেটিভ ইউনিভার্সিটি। যা শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের একটি অভূতপূর্ব শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করে। UGC দ্বারা SIU কে ক্যাটাগরি-I এবং NAAC দ্বারা 'A++' গ্রেড দেওয়া হয়েছে। সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) এর ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ রজনী গুপ্তে বলেন, সামগ্রিক এবং বহুবিভাগীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলি ডিজাইন করা হয়েছে।

পূর্বমেদিনীপুর জেলার রামনগরে নতুন স্টোর খুলল ট্রেন্ডস

পূর্ব মেদিনীপুর: ভারতের বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল পোশাক এবং আনুষাঙ্গিক চেইন রিলায়েন্স রিটেইল ট্রেন্ডস পশ্চিমবঙ্গের পূর্বমেদিনীপুর জেলার রামনগরে তার নতুন স্টোর চালু করল।

৬,৬০২ বর্গফুট জায়গায় জুড়ে বৃস্তিত রামনগরে এটি ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর। ট্রেন্ডি মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চাদের পোশাকসহ ফ্যাশনেবল পোশাক ও অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজের কেনাকাটার ওপর বিশেষ অফার পাবেন রামনগরের গ্রাহকরা। এই শহরের গ্রাহকদের জন্য ট্রেন্ডস একটি বিশেষ উদ্বোধনী অফার নিয়ে এসেছে। রামনগরে ট্রেন্ডস স্টোরে ৩,৯৯৯ টাকার কেনাকাটার ওপর রয়েছে ১৯৯ টাকার বিশেষ আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও গ্রাহকরা ৩,০০০ টাকার একটি কুপন পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

গ্রুমিং-অ্যাট-হোম-এর পরিপূরক Sharp-এর হেয়ার ড্রায়ার

কলকাতা: ভেস্টিজ মার্কে টিং প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে প্লাজমাক্লাস্টার হেয়ার ড্রায়ার চালু করল Sharp। এই হেয়ার ড্রায়ারটি গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান গ্রুমিং-অ্যাট-হোম-এর প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করবে। উল্লেখ্য, পেটেন্ট প্লাজমাক্লাস্টার প্রযুক্তির সাথে Sharp -এর এই হেয়ার ড্রায়ারটি উইন্ড ফ্লো সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত। যা একদিকে চুলকে যেমন মসৃণ করে হেদি স্কাল্প প্রদান করে তেমনি অপরদিকে চুলকে কিউটিকল ড্যামেজ এবং স্প্লিট এন্ড থেকে রক্ষা করে।

এই প্লাজমাক্লাস্টার হেয়ার ড্রায়ার লঞ্চের মাধ্যমে Sharp প্রথমবারের মতো ভারতে হেয়ার ড্রায়ারে তার অনন্য প্লাজমাক্লাস্টার প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। মাত্র ৫৩৫ গ্রাম ওজনের এই প্লাজমাক্লাস্টার হেয়ার ড্রায়ারের 'টার্বো' মোডটি খুব বেশি তাপ ছাড়াই চুল এবং মাথার ত্বককে দ্রুত শুকানো করে তোলে এবং 'সেট' মোড চুল সোজা করার জন্য মৃদু উষ্ণতা প্রদান করে। 'কোল্ড' মোড চুলের কিউটিকলকে আঁটসাঁট করতে সাহায্য করে। যা একটি পারফেক্ট হেয়ার স্টাইলিং প্রদান করে। Sharp বিজনেস সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নারিতা ওসামু বলেন, আমরা ভারতে ভেস্টিজের ডাইরেক্ট সেলিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই এই হেয়ার ড্রায়ার লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত।

সেলিব্রিটিদের কর্মজীবন হাইলাইট করে IMDb

কলকাতা: জনপ্রিয় ভারতীয় সেলিব্রিটি ফিচার চালু করলIMDb(http://www.imdb.com)। যা একচেটিয়াভাবে IMDb অ্যাপে পাওয়া যাবে। যা বিশ্বব্যাপী IMDb ব্যবহারকারী এবং দর্শকদের ইনপুট দ্বারা চালিত হয়। IMDb চলচ্চিত্র, টিভি শো এবং সেলিব্রিটিদের তথ্যের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফিচার। যা গুগল প্লে স্টোর থেকে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে আইফোনে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।

Android এবং iOS-এর IMDb অ্যাপে উপলব্ধ এই ফিচারটি প্রতি সপ্তাহে শীর্ষ ভারতীয় বিনোদনকারী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের হাইলাইট করে। প্রতি মাসে বিশ্বব্যাপী এই IMDb-তে প্রায় ২০০ মিলিয়নেরও বেশি দর্শক ভিজিট করে। উল্লেখ্য, এই IMDb ফিচারটির মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে দর্শকরা তাদের প্রিয় অনুষ্ঠান থেকে প্রতিভা সম্পন্ন নতুন তারকাদের বেছে নিতে পারবেন। IMDb জনপ্রিয় ভারতীয় সেলিব্রেটি বৈশিষ্ট্য প্রতি সোমবার আপডেট করা হয়। IMDb ইন্ডিয়ার প্রধান ইয়ামিনী পাটোদিয়া বলেন, এই ফিচারটি সেলিব্রিটিদের একটি যুগান্তকারী কর্মজীবনের মুহূর্ত হাইলাইট করে।

দেশব্যাপী ৩০জন মেয়ে প্রতিভাবান শিশুকে পুরস্কৃত করে ZEEL

কলকাতা: The Born To Shine scholarship জিতে কলকাতাকে গর্বিত করল ছয় প্রডিজি শিশু। এই ছয় জন হল- অঙ্কিতা প্রধান (১৩), প্রতিতি দাস (১২), প্রীতি ভট্টাচার্য (১২), সায়ন্তনী কাঞ্জিলাল (১২), শ্রীজা কয়াল (৬), এবং সৌম্য ধল (১৪)। নাচে ও গানে অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করে তারা চার লক্ষ টাকার Born To Shine scholarship জিতে

মেন্টরশিপ প্রোগ্রামেও স্থান করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, জিভইন্ডিয়ার সাথে যৌথ উদ্যোগে এই Born To Shine scholarship-এর আয়োজন করে ZEEL (জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড)। দেশব্যাপী ৩০জন মেয়ে শিশুকে তাদের অসামান্য প্রতিভার জন্য পুরস্কৃত করে ZEEL। দেশব্যাপী প্রায় ৫,০০০-এরও বেশি প্রতিযোগী এই Born To Shine scholarship প্রগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপর পরামর্শদাতা এবং স্কুল শিক্ষকদের দ্বারা রুটিন মাফিক কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রডিজি শিশুরা তাদের প্রতিভা দিয়ে দেশবাসীকে মুগ্ধ করে ZEEL-এর এই Born To Shine scholarship জিতে নিয়েছে।

আইকনিক DARK লিগ বাজারে আনতে চলেছে Tata Motors

কলকাতা: ২০২৩- এর অটো এক্সপোতে অভাবনীয় সাফল্যের পর ভারতের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল নির্মাতা Tata Motors তার নতুন আইকনিক DARK লিগের বাজারে নিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, এই DARK লিগ Tata Motors-এর এসইউভি রেঞ্জকে আরও উন্নত মান প্রদান করবে। গ্রাহকরা তাদের নিকটতম অনুমোদিত Tata Motors ডিলারশিপ থেকে ৩০,০০০ টাকায় আইকনিক DARK বুক করতে পারবেন। Tata Motors-এর নতুন আইকনিক DARK রেঞ্জটি BS6 ফেজ II নির্গমনের নিয়মগুলি পূরণ করে। যা RDE এবং E20 ইঞ্জিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২৬.০৩ সেন্টিমিটারের ইনফোটেইনমেন্ট স্ক্রিন এবং ১০টি নতুন ADAS বৈশিষ্ট্য সহ কার্নেলিয়ান রেড হাইলাইটের মাধ্যমে একটি বিশেষ অভিজাত লুকে গ্রাহকদের মন জয় করতে তৈরি Tata Motors-এর আইকনিক DARK।

Tata Motors-এর প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস বিভাগের এমডি শৈলেশ চন্দ্র বলেন, "এসইউভির ডার্ক রেঞ্জ অত্যন্ত সফল। যা ভারতের নেতৃস্থানীয় এসইউভি প্লেয়ার হিসাবে আমাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে"।

ডাঃ মুন চট্টরাজের নেতৃত্বে পরিষেবা প্রদান করেন বিশেষজ্ঞরা

কলকাতা: ৭০০০২৯-এর সাউদার্ন অ্যাভিনিউস্থিত নতুন AM মেডিকেল সেন্টার 97A হেলিং/নিরাময়ের নতুন যুগে রোগীদের স্বাগত জানায়। জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল রোগীদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত AM মেডিকেল সেন্টার।যা এর আগে কখনও হয়নি। ডাঃ মুন চট্টরাজের নেতৃত্বে এই AM মেডিকেল সেন্টারে ডেন্টাল, আই, স্কিন, আইভিএফ, জেনারেল মেডিসিন, ইএনটি, গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি, পেডিয়াট্রিক্স, গাইনোকোলজি, ডায়েট এবং নিউট্রিশন, পালমোনোলজি, ডার্মাটোলজি, অর্থোপেডিকস, এন্ডোক্রাইনোলজিরতে বিশেষত্ব রয়েছে। ইউরোলজি, জেরিয়াট্রিক মেডিসিন এবং ডায়াগনস্টিকসের বিশেষজ্ঞ রয়েছে। উল্লেখ্য, AM মেডিকেল সেন্টারের ডেন্টাল স্টুডিওটি তার নিজস্ব ডেন্টাল ল্যাব দ্বারা পরিচালিত হয়।

বলাবাহুল্য, AM মেডিক্যাল সেন্টারে রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতিও বেশ ভিন্ন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সর্বদাই বিশেষজ্ঞদের একটি দল তৈরি থাকে। যারা চিকিৎসার আগে রোগীর স্বাস্থ্য প্রোফাইল প্রস্তুত করে (যদিও এটি ছোট হতে পারে)। এই প্রক্রিয়াটিতে অপ্রত্যাশিত ত্রুটির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। অন্যান্য ঝুঁকির কারণগুলি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে যত্নসহকারে দেখা হয়।

JFA-এ ইন্টারেক্টিভ শিক্ষামূলক অধিবেশন

কলকাতা: জৈন ফিউচারিস্টিক অ্যাকাডেমির / JFA স্কুল প্রাঙ্গণে একটি ইন্টারেক্টিভ শিক্ষামূলক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এই অধিবেশনের পৌরহিত্য করেন ডক্টর সুগত মিত্র। লেখক ও টেড পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর মিত্র এদিন তার ভাষণে 'স্ব-শিক্ষা' বিষয়ক শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। ডঃ সুগত মিত্র বলেন, "শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশ্ন করতে হবে। যেখানে কোন পরীক্ষা নয় কম্পিউটারের প্রকৃত জ্ঞানই হবে মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি। আর এই বিষয়টি হল ইন্টারনেট। এই বিষয়ে পাঠদানকারী কোন পাঠ্য বই বা শিক্ষক নেই। তবে এটি শেখার একমাত্র উপায় হল স্ব-শিক্ষার মাধ্যমে।"

জৈন ফিউচারিস্টিক অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ শতাব্দী ভট্টাচার্য বলেন, "JFA একটি আনন্দদায়ক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে প্রতিটি শিশুকে অনুসন্ধানমূলক অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শেখার জন্য উৎসাহিত করা হয়। JFA-এ শিশুদের একটি চাপমুক্ত পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়। JFA-এর লক্ষ হল স্ব-প্রণোদিত নেতা এবং আজীবন শিক্ষার্থী তৈরি করা।"

দুটি ভ্যারাইটিতে উপলব্ধ প্রিমিয়াম গোল্ড ঘি

সুরাট: ১৯ ফেব্রুয়ারি, প্রিমিয়াম গোল্ড ঘি লঞ্চ করল শ্রী রাধে ডেয়ারি ফার্ম অ্যান্ড ফুডস লিমিটেড (Vastu Dairy)। উল্লেখ্য, শ্রী রাধে ডেয়ারি ফার্মের Vastu Dairy সুরাটের দুধ ও দুগ্ধজাত প্রোডাক্ট উত্পাদনে শীর্ষস্থান দখল করে। Vastu Dairy-র এই প্রিমিয়াম গোল্ড ঘি দুটি ভ্যারাইটিতে উপলব্ধ। একটি হল গোল্ড প্রিমিয়াম গাভী এবং অপরটি হল গোল্ড দেশি ঘি। একটি উৎকৃষ্ট মানের মাখন থেকে এই ঘি তৈরি হয়।

Vastu Dairy তার প্রিমিয়াম ঘি তৈরি এবং প্যাকেজিং প্রক্রিয়াতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। যা একটি বিশেষজ্ঞদের দল দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যা নিশ্চিত করে যে Vastu গোল্ড প্রিমিয়াম ঘি ভেজালমুক্ত ঘি তৈরি করে। বাস্তু গোল্ড প্রিমিয়াম ঘি ১০০% বিশুদ্ধতা, আস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি সহ পশুখাদ্য থেকে দুধ এবং ঘি তৈরি থেকে ডেলিভারি পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। Vastu Dairy-র প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ভূপত সুখাদিয়া বলেন, কোম্পানি তার নতুন প্রিমিয়াম প্রোডাক্টের মাধ্যমে গুণগত মান, স্বাস্থ্য এবং কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা পরিবেশন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

KMBL-এর নতুন ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা Kotak fyn

কলকাতা: Kotak fyn-এর সাথে লাইভ প্রগ্রাম করল Kotak Mahindra Bank (KMBL)। এই Kotak fyn হল একটি সামগ্রিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষভাবে ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কিং এবং কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, KMBL-এর এই নতুন পোর্টাল Kotak fynব্যাঙ্কের গ্রাহকদের ব্যবসা ও পরিষেবা, অ্যাকাউন্ট পরিষেবা, অর্থপ্রদান ও সংগ্রহ সহ একটি ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা অফার করে।

Kotak fyn-এর প্ল্যাটফর্মটি ব্যবসায়ী ও সাধারণ গ্রাহকদের জন্য ঝামেলা মুক্ত একটি সুবিধাজনক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা অফার করে। Kotak fyn হল একটি কাগজবিহীন লেনদেন পোর্টাল। যা ব্যাক-অফিস সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহকদের ডেটা একত্রিত করার সুবিধার নিশ্চয়তা দেয়। KMBL-এর হোল টাইমার ডিরেক্টর কেভিএস মানিয়া বলেন, কোটাকে আমরা বিশ্বাস করি উন্নয়ন মানেই ডিজিটাল। তাই Kotak fyn ডিজিটালাইজেশন লঞ্চ করতে পেরে আমরা গর্বিত।"

সিমবায়োসিস এন্ট্রান্স টেস্টের রেজিস্ট্রেশন শুরু করেছে SIU

কলকাতা: ৬ ও ১৪ মে অনুষ্ঠিত সিম্বিওসিস এন্ট্রান্স টেস্ট (SET) এর জন্য রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিম্বিওসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) (SIU)। আগ্রহী প্রার্থীরা SIU-এর অধীনে ১৬টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস কমিউনিকেশন সহ আরও অনেক বিষয়ে স্নাতক প্রোগ্রাম অফার করে SIU । প্রার্থীরা SIU-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন।

কম্পিউটার বেসড টেস্ট (CBT) মোডে একযোগে দেশের ৭৬টি শহরে এই প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। পারসোন্যাল ইন্টারঅ্যাকশন, রাইটিং অ্যাবিলিটি টেস্ট (PI-WAT), স্টুডিও টেস্ট এবং পার্সোনাল ইন্টারঅ্যাকশন (ST-PI)-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) হল একটি মাল্টি কালচারাল, ইনোভেটিভ ইউনিভার্সিটি। UGC দ্বারা SIU কে ক্যাটাগরি-I এবং NAAC দ্বারা 'A++' গ্রেড দেওয়া হয়েছে। সিমবায়োসিস ইন্টারন্যাশনাল (ডিমড ইউনিভার্সিটি) এর ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ রজনী গুপ্তে বলেন, সামগ্রিক এবং বহুবিভাগীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলি ডিজাইন করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত ও আধুনিকীকরণের উপর ফোকাস করছে Tokio

কলকাতা : Edelweiss Tokio লাইফ ইন্স্যুরেন্স হল একটি নতুন যুগের জীবন বীমা কোম্পানি। যে তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিমা পলিসিকে মজবুত করে তুলতে চায়। সেই লক্ষ্যে Tokio লাইফ ইন্স্যুরেন্স তার গ্রাহক পরিষেবার কথা মাথায় রেখে অপ্টিমাইজেশনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

এছাড়াও Edelweiss Tokio তার মানের প্যারামিটারের উন্নতি বাদ দিয়ে, ৪জীবন বীমাকারী পণ্যগুলিতে উদ্ভাবনের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখার দিকেও মনোনিবেশ করছে। Edelweiss Tokio লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শুভ্রাজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রাহক বেস শক্তিশালী করতে প্রাথমিকভাবে ৪টি গুণগত মানের ওপর জোড় দেওয়া হয়েছে। দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত, স্থায়ী অনুপাত, অভিযোগ অনুপাত এবং নেট প্রমোটার স্কোর।

ফার্নিচার বিভাগে নেতৃস্থানীয় প্লেয়ার DELHIWOOD

কলকাতা : ২০২৩-এর ২মার্চ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া এক্সপো মার্টে অংশ গ্রহণ করবে DELHIWOOD। এটি DELHIWOOD-এর সপ্তম সংস্করণ। স্টেকহোল্ডাররা বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক আসবাবপত্র, কাঠের তৈরি যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, ফিটিং, আনুষাঙ্গিকসহ কাঁচামাল দেখা ও কেনার সুযোগ পাবেন। কাঠের কাজ এবং আসবাবপত্র উত্পাদন বিভাগের নেতৃস্থানীয় প্লেয়ার হল DELHI WOOD । কাঠ ও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা এই ইন্ডিয়া এক্সপো মার্ট চলাকালীন DELHI WOOD-এর মাধ্যমে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডিসিশন মেকারদের সাথে এই শিল্পের স্থায়িত্ব, দক্ষতা, সাপ্লাই চেইন, প্রযুক্তি, ডিজিটালাইজেশন ও সর্বোপরি গ্রাহকদের চাহিদা ও নতুন গ্রাহক তৈরি করার ব্যাপারে আলোচনা করতে পারবেন। যা তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ইউমাবোইস (উডওয়ার্কিং মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স ইউরোপিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট লুইগি দে ভিটো, ভারতীয় বাজার ও শিল্পের পরিধি নিয়ে উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, ভারত এশিয়ান বাজারে একটি অনুকূল স্থান তৈরি করেছে।

বাংলা টেবিল টেনিস দলে কোচবিহারের সম্প্রীতি

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন পালক জুড়ল সুনীতি অ্যাকাডেমির মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী টেবিল টেনিস প্লেয়ার সম্প্রীতি দাসের হাত ধরে। একই সাথে অনূর্ধ্ব ১৭ ও ১৯ বাংলা টেবিল টেনিস দলে সুযোগ পেয়েছে সম্প্রীতি দাস। কোচবিহার শহরের হাজরাপাড়া এলাকায় বাড়ি সম্প্রীতির। একদম ছোটবেলা থেকেই টেবিল টেনিসের প্রতি ঝোঁক ছিল তার। আর তার সেই ঝোঁককে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন সম্প্রীতির বাবা ও মা। সম্প্রীতির বাবা পরিতোষ রায় পেশায় সরকারি কর্মী আর মা স্বপ্না রায় রেল পুলিশে চাকরি করেন। বাবা ও মায়ের উৎসাহে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে সে টেবিল টেনিসের প্রশিক্ষণ শুরু করে। তবে গত দুই বছর হল সে কলকাতায় একটি কোচিং ক্যাম্পে টেবিল টেনিসের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকেই বাংলা দলের ট্রায়ালে সুযোগ পায় সে। আর সেই ট্রায়ালে নিজের দক্ষতার পরিচয় রেখে অনূর্ধ্ব ১৭ ও ১৯ বাংলা টেবিল টেনিস দলে নিজের জায়গা করে নেন কোচবিহারের সম্প্রীতি দাস। আর অল্প কিছুদিন পরেই শুরু হবে মাধ্যমিক। তারই মাঝে বাংলা টেবিল টেনিস দলে সুযোগ পাওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে সে। তবে বাবা-মা তার পাশে থেকে মেয়ের খেলাকেও পড়াশোনার সমান গুরুত্ব দেয় বলে, মাধ্যমিকের দেবার পাশাপাশি রাজ্য টেবিল দলের হয়ে খেলার কাজে নিজেকে সমানভাবে মগ্ন করে রেখেছে সে। তার এই সাফল্যে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত বলেন, 'সম্প্রীতি আমাদের গর্ব। বাংলা দলে সুযোগ পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। সব ধাপ পেরিয়ে ও সাফল্য পাবে।' একই আশা করছে সম্প্রীতিকে নিয়ে কোচবিহারের ক্রীড়া মহল।

বাবলু সাহা ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন পূজা একাদশ

বিশেষ সংবাদদাতা: জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বাবলু সাহা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল পূজা একাদশ। জামালদহ তুলসীদেবী হাইস্কুল মাঠে ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ফাইনালে পূজা একাদশ ২ উইকেটে আয়োজক জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে। টসে জিতে আয়োজক দল প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৬ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯০ রান করে। জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সানু সাহা ৬৯ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পূজা একাদশ ১৫.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯১ রান তুলে জয়লাভ করে। পূজা একাদশের প্রহ্লাদ হাজরা ৪২ রান করেন। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন পূজা একাদশের প্রহ্লাদ হাজরা। প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সানু সাহা।

কালিম্পংয়ের নৈশ ভলিবলে রানার্স কোচবিহারের নাট্য সংঘ

বিশেষ সংবাদদাতা: কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের ভলিবলে এক বড় নাম নাট্য সংঘ। কালিম্পংয়ের কুমাই রাইসিং অ্যান্ড কালচারাল স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত ১৬ দলীয় নৈশ ভলিবল টুর্নামেন্টে রানার্স হল কোচবিহার নাট্য সংঘ। দাপট দেখিয়ে ফাইনালে উঠেও তাদের রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে হল তাদের। সেমিফাইনালে নাট্যসংঘ ২-১ সেট ব্যবধানে শিলিগুড়ি ভলিবল স্টার ইউনিটের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু ফাইনালে প্রচন্ড লড়াই করেও ২৫-২২, ২৫-২৩ ব্যবধানে কলকাতার কাছে পরাজিত হয়। রানার্স হলেও নাট্য সংঘের লড়াই সকলের মন ছুঁয়ে যায়।

অনুষ্ঠিত হল হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট ও ফুটবল

পার্থ নিয়োগী: ১০৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব আয়োজন করেছিল প্রীতি ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ। অনূর্ধ্ব ১২ প্রীতি ক্রিকেটে সম্পাদক একাদশ ৩ উইকেটে সভাপতি একাদশকে পরাজিত করে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সভাপতি একাদশ ১১.৫ ওভারে ৫২ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সম্পাদক একাদশ ৭ উইকেটে ৫৩ রান তুলে জয়লাভ করে। অন্যদিকে প্রীতি ফুটবলে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ভেটারেন্স দল ৩-২ গোলে জলপাইগুড়ি ভেটারেন্স দলকে পরাজিত করে। হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের সোনা সরকার হ্যাট্রিক করেন। জলপাইগুড়ির গোল দুটি করেন কৃষ্ণেন্দু রায় চৌধুরী এবং দিলীপ সেন।

অনুষ্ঠিত হল ডিএসএ-এর বার্ষিক ক্রীড়া

পার্থ নিয়োগী: গত ১১ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৪ টি মহকুমা ও ২৬ টি ক্লাবের মোট ৪১২ জন প্রতিযোগী এই বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশ নেয়। এদিন সকাল ১১ টা থেকে খেলা শুরু হয়ে সারাদিন খেলা চলে। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়ার উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ৩৫ পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ৯৬ টি অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট এদিন অনুষ্ঠিত হয়। ২১৯ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোচবিহার টাউন ক্লাব। এই নিয়ে পরপর তিনবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে চ্যাম্পিয়নের হ্যাট্রিক করল কোচবিহার টাউন ক্লাব। রানার্স খাগড়াবাড়ি ক্লাব পায় ১৫২ পয়েন্ট। এই বার্ষিক ক্রীড়ার প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থান অর্জন করা প্রতিযোগী যদি নর্মস এ চান্স পায় তবে রাজ্য মিটে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

হেরিটেজ কাপ চ্যাম্পিয়ন রানীবাগান পাটাকুড়া ক্লাব

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে গত ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া হেরিটেজ কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল রানীবাগান পাটাকুড়া ক্লাব। এক মাসের বেশি সময় ধরে হওয়া এই টুর্নামেন্টে ১২৮ টি দল অংশ নেয়। প্রতি গ্রুপে ৩২ টি করে দল নিয়ে মোট চারটি গ্রুপে ভাগ করে এই খেলা হয়। নক আউট পদ্ধতিতে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে নৈশালোকে অনুষ্ঠিত ফাইনালে রানীবাগান পাটাকুড়া ক্লাব ৪ উইকেটে গুঞ্জবাড়ি ঠাকুর ওয়ারিয়ারস দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

অনুষ্ঠিত হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বার্ষিক ক্রীড়া

বিশেষ সংবাদদাতা: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা পরিচালন কমিটির উদ্যোগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বার্ষিক ক্রীড়া। এই বার্ষিক ক্রীড়ার উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার, কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়ায় মোট ৯ টি ইভেন্ট ছিল। আর তাতে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৭০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। সবশেষে এদিনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল ২৭ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এসএসবি এর খেলা

পার্থ নিয়োগী: ১৪ ফেব্রুয়ারি এসএসবির ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের ইন্টার ক্রপস ভলিবল ও ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হেড কোয়ার্টার। আর ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হল ই-কোম্পানি। ফুটবলের ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে খেলা গোল শূন্য থাকায় ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। আর সেখানে হেড কোয়ার্টার ৩-২ ব্যবধানে সি-কোম্পানিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে ভলিবলের ফাইনালে হেড কোয়ার্টার ২৫-২২, ২৫-২০ পয়েন্টে সি-কোম্পানিকে পরাজিত করে। ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয় ই-কোম্পানি। তারা ফাইনালে ২০-১৮, ২০-১৯ পয়েন্ট ব্যবধানে হেডকোয়ার্টারকে পরাজিত করে।

ন্যশানাল মাস্টার্স গেমসে বাংলার হয়ে জয়জয়কার কোচিহারের প্রতিযোগীদের

বিশেষ সংবাদদাতা: সম্প্রতি বারাণসীতে অনুষ্ঠিত ন্যশানাল মাস্টার্স গেমসে বাংলার হয়ে তুমুল সাফল্য পেল কোচবিহারের প্রতিযোগীরা। কোচবিহারের প্রতিযোগীরা বাংলার হয়ে ১৪ টি পদক পায়। তার মধ্যে ৮ টি ছিল সোনা। কোচবিহারের প্রতিযোগী অজিত কুমার দাস ৩ টি সোনা পান। কোচবিহারের আরেক প্রতিযোগী প্রলয় ব্যানার্জি ২ টি সোনা পান। একটি সোনা ও একটি রুপা জয় করেন তরুণকান্তি দাস। মমতা সেনগুপ্ত একটি রুপো পান। এছাড়া অতীন্দ্র বর্মন, সঞ্জয় ধর, চন্দন সেনগুপ্ত একটি ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করেন।

ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন রুইডাঙ্গা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সাংসদ খেলা মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল রুইডাঙ্গা । ১৩ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ২-১ সেট ব্যবধানে বড় শৌলমারিকে পরাজিত করে তারা।

কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন নাট্য সংঘ

পার্থ নিয়োগী: পূর্ব সিঙ্গিজানি স্পোর্টিং ইউনিট আয়োজিত নৈশ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার নাট্যসংঘ। জলদাপাড়া সিক্সকে ২-০ সেট ব্যবধানে হারিয়ে নাট্য সংঘ ফাইনালে ওঠে।

অন্যদিকে ভুতনির ঘাট সুপার সিক্স ২-১ সেটে ধূপগুড়ি কদমতলাকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। ১০ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে নাট্য সংঘ ২৫-১৫, ১৯-১৪ ব্যবধানে জলদাপাড়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে। ফাইনালের বেস্ট অ্যাটাকার হয় নাট্য সংঘের বিপন বর্মন। প্রতিযোগিতার বেস্ট অ্যাটাকার হিসেবে নির্বাচিত হন নাট্য সংঘের সুজন সরকার।

১৭ তম বার্ষিক ক্রীড়া

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ১১ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল বেসরকারি বিদ্যালয় কল্যাণ সমিতির ১৭ তম বার্ষিক ক্রীড়া। জেলার মোট ২৫ টি বেসরকারি বিদ্যালয় এই ক্রীড়াতে অংশ নেয়। ২৫ টি ইভেন্টে এদিন মোট ৬০০ জোন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96